"ওঁ তৎসৎ"

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

প্রথমোহধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২

অনুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিতেছেন? ॥ ১॥

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন,—হে মহারাজ! ব্যূহদ্বারা সজ্জিত পাণ্ডব সৈন্য দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন করতঃ বলিলেন॥ ২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—যাহাদিগের জন্য শোক করা উচিত নয়, তুমি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছ, অথচ বিজ্ঞের ন্যায় কথা বলিতেছ। পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিতের জন্য অনুশোচনা করেন না॥ ১১॥

অনুবাদ—আমি যে পূর্ব্বে কখন ছিলাম না, এমন নয়, সেইরূপ তুমি যে ছিলে না, এমনও নয়, এই নৃপতিগণও ছিলেন না এমন নয়, আর আমরা সকলে যে ইহার পর থাকিব না, এমনও নয়॥ ১২॥

অনুবাদ—দেহধারিদিগের এই দেহেই যেরূপ কৌমার, যৌবন এবং জরা লাভ হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে, অতএব ধীর ব্যক্তি তাহাতে মুগ্ধ হন না॥ ১৩॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্-
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

অনুবাদ—নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই স্থূল সূক্ষ্ম দেহ-সকল বিনশ্বর বলিয়া উক্ত, অতএব হে ভারত! তুমি যুদ্ধ কর ॥ ১৮॥

অনুবাদ—এই আত্মাকে যে হন্তা মনে করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই অনভিজ্ঞ। এই আত্মা নিজেও হনন করেন না, অন্য কর্ত্তৃক হতও হন না॥ ১৯॥

অনুবাদ—আত্মা কখন জন্মগ্রহণ করেন না বা মরেন না অথবা উৎপন্ন হয়েন নাই এবং হইবেনও না। ইনি জন্মরহিত, নিত্য, ক্ষয়রহিত ও পরিণামশূন্য, অতএব শরীরের বিনাশ হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না॥ ২০॥

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।। ৪৭
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বাধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ।। ৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ।। ৪৯
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ।। ৫০

অনুবাদ—কর্ম্মে তোমার অধিকার, তাহার ফলে তোমার অধিকার নাই। তুমি কর্ম্মফলের হেতু হইও না এবং সকামকর্ম্মে যেন তোমার আসক্তি না হয়।। ৪৭ ।।

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! তুমি সঙ্গত্যাগপূর্ব্বক সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে সমান ভাবিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর ; সমতাকেই যোগ বলা যায়।। ৪৮ ।।

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! কাম্যকর্ম্ম জ্ঞানযোগ হইতে নিতান্ত অপকৃষ্ট। জ্ঞানযোগকেই আশ্রয় কর, ফলার্থিগণ কৃপণ অর্থাৎ দীন।। ৪৯ ।।

অনুবাদ—বুদ্ধিযুক্ত বক্তি ইহকালেই সুকৃত এবং দুষ্কৃত উভয়কেই ত্যাগ করেন, অতএব তুমি কর্ম্মযোগের জন্য যত্নবান্ হও, কর্ম্মানুষ্ঠানের কৌশলই যোগ।। ৫০ ।।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ পজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধেঽভিজায়তে॥ ৬২

অনুবাদ—নিরাহার দেহীর বিষয়সকল বিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু বিষয়তৃষ্ণা যায় না। স্থিতপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়তৃষ্ণাও পরমাত্ম সাক্ষাৎকারে বিলয় পাইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! যত্নশীল বিবেকী পুরুষের মনকেও প্রমার্থী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক হরণ করে অর্থাৎ বিষয়াভিমুখে লইয়া যায় ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—অতএব, যোগী ঐ সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া আমা-পরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন। কারণ ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত হয়, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েন ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—বিষণ্ণ চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের সঙ্গলাভের বাসনা জন্মে, সঙ্গ হইতেই কাম জন্মে, কাম হইতে ক্রোধ জন্মে ॥ ৬২ ॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ।। ৬৩
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ।। ৬৪
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ।। ৬৫
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ।। ৬৬

অনুবাদ—ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ হয়, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।। ৬৩।।

অনুবাদ—রাগদ্বেষশূন্য, আত্মবশ্য, ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয় উপভোগ করিলেও বশীকৃতচিত্ত ব্যক্তি শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।। ৬৪।।

অনুবাদ—প্রসাদে তাঁহার সকল দুঃখের হানি হইয়া থাকে। প্রসন্নচিত্তের বুদ্ধি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয়।। ৬৫।।

অনুবাদ—অযুক্তের বুদ্ধি নাই, অযুক্তের ভাবনা নাই। ভাবনাশূন্যের শান্তি নাই, যাঁহার শান্তি নাই তাঁহার সুখ কোথায়? ।। ৬৬।।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

অনুবাদ—মন বিষয়ে ভ্রমণশীল, অবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে কোনটির অনুসরণ করে, সেই ইন্দ্রিয়টি বায়ু কর্ত্তৃক সমুদ্রে ঘূর্ণায়মান নৌকার ন্যায় তাহার বুদ্ধিকে হরণ করে।। ৬৭।।

অনুবাদ—অতএব, হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞা।। ৬৮।।

অনুবাদ—যাহা সর্ব্বভূতের রাত্রি, সংযমী তাহাতে জাগিয়া থাকেন; সর্ব্বভূত যাহাতে জাগিয়া থাকে, তাহাই তত্ত্বদর্শী মুনির রাত্রি।। ৬৯।।

অনুবাদ—পরিপূর্ণ অথচ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে যেরূপ নদী সমুদয় প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগসকল যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি লাভ করেন, ভোগেচ্ছুগণ সে শান্তি পায় না।। ৭০।।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ।। ৭১
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ।। ৭২

অনুবাদ—যিনি সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, মমতাশূন্য এবং অহঙ্কারবিহীন হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।। ৭১।।

অনুবাদ—হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা। ইহা প্রাপ্ত হইলে মুগ্ধ হইতে হয় না, অন্তিম-সময়েও ইহাতে থাকিয়া পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়।। ৭২।।

ইতি সাংখ্য-যোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ।। ৮
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ।। ৯
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ।। ১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরমবাপ্স্যথ ।। ১১

অনুবাদ—তুমি নিত্য কর্ম্ম কর, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই প্রধান, কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না ।। ৮।।

অনুবাদ—যজ্ঞার্থ ব্যতিরেকে অন্য কর্ম্ম করিলে লোক কর্ম্মবন্ধন হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি আসক্তি শূন্য হইয়া ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম কর ।। ৯।।

অনুবাদ—পূর্ব্বে ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজাগণ সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা তোমরা বর্দ্ধিত হও, এই যজ্ঞ তোমাদিগের অভীষ্টপ্রদ হউক ।। ১০।।

অনুবাদ—এই যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে ভাবনা কর এবং সেই দেবতাগণ তোমাদিগের জন্য ভাবনা করুন, এইরূপ পরস্পর ভাবনা করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর।। ১১।।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতা।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে ত্বে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

অনুবাদ—যজ্ঞভাবিত দেবতাগণ তোমাদিগকে ইষ্টভোগ সকল প্রদান করিবেন। এই দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে না দিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করে সেই ব্যক্তিই চোর ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধু ব্যক্তিগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হন, আর যাহারা আপনার জন্য অন্ন পাক করে, সেই পাপাত্মাগণ পাপই ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—প্রাণিগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, অন্ন মেঘ হইতে উৎপন্ন হয়, মেঘ যজ্ঞ হইতে জন্মে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন জানিবে, বেদ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। অতএব, সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৫ ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ।। ২৪
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্ল্লোকসংগ্রহম্ ।। ২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ।। ২৬
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ।। ২৭

অনুবাদ—আমি যদি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে, এই লোক সকল নষ্ট হইয়া যাইবে, আমিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব এবং এই লোকসকলের সংহারক হইব ।। ২৪ ।।

অনুবাদ—হে ভারত! অজ্ঞ লোকসকল যেরূপ কর্ম্মে আসক্ত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করে, বিদ্বান ব্যক্তিগণ সেইরূপ কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া অনুষ্ঠান করিবেন ।। ২৫ ।।

অনুবাদ—বিদ্বান ব্যক্তি কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না, কিন্তু নিজে কর্ম্মসমূহে অবহিত হইয়া উহাদের আচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে সকল কর্ম্মই প্রীতিসহকারে করাইবেন ।। ২৬ ।।

অনুবাদ—প্রকৃতির গুণদ্বারা কর্ম্মসকল সর্ব্বপ্রকার সম্পাদিত হয়, অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত মনুষ্য "আমি কর্ত্তা" ইহা মনে করে ।। ২৭ ।।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ২৯
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মানি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীনির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তেতেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১

অনুবাদ—হে মহাবাহো ! গুণ এবং কর্ম্মবিভাগের তত্ত্বজ্ঞ ব্যাক্তি কিন্তু গুণসকল গুণসমূহেই বিদ্যমান আছে, ইহা মনে করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—প্রকৃতির গুণে বিমোহিত অজ্ঞ ব্যক্তি দেহেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে আসক্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই সকল অল্পজ্ঞ আত্মতত্ত্বগ্রহণে অলস ব্যক্তিকে বিচালিত করিবেন না ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম এবং মমতাশূন্য হইয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়ারহিত হইয়া যে সকল মানব আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারাও সকল কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় ॥ ৩১ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ।। ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ।। ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তুপরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ।। ৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ।। ৪৩

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি, এই কামের আশ্রয়স্থান বলিয়া উক্ত হয়, এই কাম এই সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে মোহিত করে ।। ৪০ ।।

অনুবাদ—অতএব, হে ভারতশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব্ব প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশন পাপরূপ এই কামকে বিনাশ কর ।। ৪১ ।।

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণকে পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর হইতে শ্রেষ্ঠ বলা যায়, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই পরমাত্মা ।। ৪২ ।।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া বুদ্ধিদ্বারা আত্মাকে স্থির করিয়া কামরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে বিনাশ কর ।। ৪৩ ।।

ইতি কর্ম্ম-যোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞান-যোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্যতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমি সূর্য্যকে এই অব্যয় যোগ বলিয়াছিলাম, সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অনুবাদ—এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ জানিতে পারিয়াছিলেন। হে পরন্তপ! সেই যোগ ইহকালে কালবশে নষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এজন্য আমি তোমার নিকট অদ্য সেই পুরাতন যোগ বলিলাম, যেহেতু ইহা উত্তম রহস্য ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্ব বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন,—আপনার জন্ম পরে এবং সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বে। আপনি যে এই যোগ প্রথমে সূর্য্যকে বলিয়াছিলেন, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম বিগত হইয়াছে, সে সমুদয় আমি জানি, কিন্তু হে পরন্তপ! তুমি তাহা জান না ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অজ, অব্যয়াত্মা এবং প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্ম-মায়ায় আবির্ভূত হইয়া থাকি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে ভারত! যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখন আমি আপনাকে প্রকাশ করি ॥ ৭ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯
বীতরাগ-ভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১

অনুবাদ—সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত, দুষ্কর্ম্মিদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যিনি আমার জন্ম এবং কর্ম্ম যথার্থরূপে জানেন, হে অর্জ্জুন! তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জন্মপ্রাপ্ত হন না, আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—রাগ, ভয়, ক্রোধশূন্য এবং আমাতে একনিষ্ঠ হইয়া আমাকে আশ্রয় করতঃ, জ্ঞান এবং তপস্যাদ্বারা পবিত্র হইয়া অনেকে আমার ভাব পাইয়াছেন ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! যাহারা আমাকে যেভাবে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি সেইরূপেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরঃ কৃতম্ ॥ ১৫

অনুবাদ—এই মনুষ্যলোকে কর্ম্মসিদ্ধি-প্রার্থিগণ দেবতা-দিগকে ভজনা করিয়া থাকে—যেহেতু কর্ম্মজনিত সিদ্ধি শীঘ্র ঘটে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আমি গুণ কর্ম্মের বিভাগদ্বারা চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি, আমি উহার কর্ত্তা হইয়াও আমাকে অব্যয় এবং অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মসকল আমাকে লিপ্ত করে না, কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই, এইরূপ যিনি আমাকে জানেন, তিনি কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হন না ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপ জানিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুমুক্ষুগণও কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব, তুমিও পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সকল পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত কর্ম্ম কর ॥ ১৫ ॥

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।১৬
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ।। ১৭
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ।। ১৮
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ।। ১৯

অনুবাদ—কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম এই বিষয়ে জ্ঞানিগণও মোহিত হন ; অতএব, যাহা জানিলে অশুভ হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ম্ম তোমাকে বলিব ।। ১৬ ।।

অনুবাদ—কর্ম্মেরও স্বরূপ জানা কর্ত্তব্য, বিকর্ম্মেরও স্বরূপ জানা কর্ত্তব্য, আবার অকর্ম্মেরও স্বরূপ জানা কর্ত্তব্য। কর্ম্মের গতি দুর্ব্বিজ্ঞেয় ।। ১৭ ।।

অনুবাদ—যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, মনুষ্যগণে মধ্যে তিনি বুদ্ধিমান্। সর্ব্বকর্ম্মকারী সেই ব্যক্তি মোক্ষযোগ্য ।। ১৮ ।।

অনুবাদ—যাঁহার সকল সমারম্ভ কামনা এবং সঙ্কল্পশূন্য, সেই বুধগণ জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা কর্ম্মফল দগ্ধকারী সেই ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলেন ।। ১৯ ।।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।। ২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।। ২৯
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ।। ৩০
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম।। ৩১

অনুবাদ—কেহ দ্রব্যযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, কেহ বা তপোযজ্ঞের (চাদ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান) করেন, কেহ বা যোগ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা এবং অপর দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞান জপযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ।। ২৮ ।।

অনুবাদ—অপর কেহ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ুকে এবং প্রাণবায়ুতে অপান বায়ুকে হোম করেন। নিয়তাহারী অপর কেহ প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিরোধ করিয়া প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া প্রাণসকল প্রাণেতেই হোম করেন ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—যজ্ঞদ্বারা নিষ্কাম, যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজনকারী এই সকল যজ্ঞবেত্তাগণ সনাতন ব্রহ্মাকে লাভ করেন ।।৩০ ।।

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞানুষ্ঠান বিহীন ব্যক্তির ইহলোকও নাই, অন্যলোক অর্থাৎ পরলোকও নাই ।।৩১ ।।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ।। ৩৬
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ।। ৩৭
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ।। ৩৮
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ।। ৩৯

অনুবাদ—যদি সমুদয় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপকারী হও, তথাপি জ্ঞান-পোতের সাহায্যেই সমুদায় পাপ-সমুদ্র হইতে সম্যক্‌রূপে উত্তীর্ণ হইবে ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! যেরূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদয় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ—ইহলোকে জ্ঞান তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া যথাকালে আপনা হইতে আত্মাতে আত্মজ্ঞান লাভ করেন ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—শ্রদ্ধাবান্, ঈশ্বর-পরায়ণ এবং সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞান লাভ করিয়া অতি শীঘ্র পরম শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ।। ৩৯ ।।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্‌ ।। ৪
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ।। ৫
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ।। ৬
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ।। ৭

অনুবাদ—অজ্ঞগণই সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ এবং যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ পৃথক্‌ বলে, কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। সম্যক্‌রূপে একটিকে আশ্রয় করিলে—উভয়েরই ফললাভ হয় ।। ৪ ।।

অনুবাদ—জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগিগণও তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য এবং যোগকে এক দেখেন, তিনিই প্রকৃতরূপে দর্শন করেন ।। ৫ ।।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! যোগরহিত সন্ন্যাস দুঃখের কারণ হয়, যোগযুক্ত মুনি শীঘ্রই ব্রহ্মাকে লাভ করেন ।। ৬ ।।

অনুবাদ—যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বপ্রাণীর আত্মাই যাঁহার আত্মা এইরূপ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না ।। ৭ ।।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬
তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত-কল্মষাঃ ॥ ১৭
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হিং সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯

অনুবাদ—জ্ঞানদ্বারা যাহাদিগের সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের তৎপরায়ণ জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পায় ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—পরেমশ্বরে বুদ্ধি, তদাত্মা, তন্নিষ্ঠা, তৎপরায়ণ এবং যাঁহাদিগের জ্ঞানদ্বারা পাপসকল দূর হইয়াছে তাঁহাদিগের পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না অর্থাৎ তাহারা মোক্ষলাভ করেন ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে এবং চণ্ডালে পণ্ডিতগণ (জ্ঞানিগণ) সমদর্শী ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যাঁহাদিগের মন সাম্যাবস্থায় অবস্থিত, তাঁহারা ইহলোকেই স্বর্গজয় করিয়াছেন, যেহেতু ব্রহ্ম নির্দ্দোষ এবং সমভাবস্থ ; অতএব, তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থান করেন ॥ ১৯ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩

অনুবাদ—ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মে অবস্থিত, স্থিরবুদ্ধি এবং মোহশূন্য ব্যক্তি প্রিয় বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও বিষণ্ণ হন না ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত ব্যক্তি আপনাতে যে সুখ লাভ করেন, ব্রহ্মযোগ-দ্বারা যুক্তাত্মা হইয়াও তিনি অক্ষয় সুখ লাভ করেন ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! বিষয় সমুৎপন্ন যে সুখ তাহা ক্ষণিক দঃখেরই নিদান। এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাহাতে আসক্ত হন না ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যিনি ইহলোক থাকিয়া দেহত্যাগের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কাম-ক্রোধাদির বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী এবং সুখী ॥ ২৩ ॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

স্থাপন এবং নাসাভ্যন্তরচারী (প্রাণায়ামদ্বারা) প্রাণ এবং অপান বায়ুকে সমান করিয়া অর্থাৎ প্রাণাপান বায়ুকে সমান করতঃ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযমকারী মোক্ষ-পরায়ণ ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য যে মুনি—তিনিই জীবন্মুক্ত ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—জীবসমুদয় আমাকে যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বভূতের ঈশ্বর এবং সর্ব্ব প্রাণীর সুহৃৎ (বন্ধু) জানিয়া শান্তিলাভ করেন ॥ ২৯ ॥

ইতি কর্ম্ম-সন্ন্যাস-যোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০

অনুবাদ—রজোগুণ বিদূরিত হইবার জন্য যাহার চিত্ত প্রশান্ত ও পাপপুণ্য-বিরহিত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে সেই যোগীকে সমাধিরূপ পরম সুখ আপনিই আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপে সর্ব্বদা মনকে বশীভূত করিতে করিতে নিষ্কাম যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারজনিত সর্ব্বোত্তম সুখ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যোগে সমাহিত-চিত্ত এবং সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শী সেই যোগী-আত্মাকে সর্ব্বভূতে সমবস্থিত এবং আত্মাতে সকল ভূতকে অভেদে দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যে যোগী সর্ব্বভূতে আমাকে দেখেন এবং আমাতেই ব্রহ্মাদি ভূতজাতকে দেখিতে পান, আমি তাঁহার নিকট কখনই অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার নিকট অদৃশ্য হন না ॥ ৩০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহাবাহো! মন যে দুর্নিগ্রহ চঞ্চল ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্তু হে পার্থ! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাকে দমন করা যায় ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অসংযত-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে যোগপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি বিরল ; কিন্তু সংযতচিত্ত ব্যক্তি যত্নবান্ হইলে যথোক্ত উপায়ে যোগলাভে সমর্থ হন ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু যত্নবিহীন ব্যক্তির মনোযোগ ভ্রষ্ট হইলে, সে যোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া কিরূপ গতি লাভ করে? ॥ ৩৭ ॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ।। ৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ।। ৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ।। ৪৩

অনুবাদ—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্ম-পরায়ণগণের প্রাপ্য ব্রহ্মালোকাদি প্রাপ্ত হন। অনন্তর বহুবর্ষকাল সেই সকল লোকে বাস করিয়া সদাচার-পরায়ণ ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ।। ৪১ ।।

অনুবাদ—অযথা যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্মাজ্ঞাননিষ্ঠ যোগ-পরায়ণ মহাত্মাদিগের কুলেও জন্মলাভ করিয়া থাকেন ; এইরূপ জন্ম ইহলোকে অতিশয় দুর্লভ ।। ৪২ ।।

অনুবাদ—হে কুরুবংশাবতংস! উক্ত উভয় প্রকার জন্মেই তিনি পূর্ব্বদেহজাত ব্রহ্মাত্মৈক বুদ্ধি-সংযোগ লাভ করেন এবং তাহার পর সিদ্ধি লাভার্থ অধিকতর প্রযত্নশীল হন ।। ৪৩ ।।

অনুবাদ—কোন অন্তরায় বশতঃ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি মোক্ষ সাধন বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেও তিনি পূর্ব্ব জন্মের অর্জ্জিত সংস্কার-প্রভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। যোগের বিষয় জানিতে ইচ্ছুক যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিও শব্দব্রহ্ম স্বরূপ বেদবিহিত কর্ম্মফলকে অতিক্রম করিয়া অধিকতর ফললাভ

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগীসংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগীজ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—যে যোগী প্রযত্ন সহকারে যোগবিষয়ে অধিকতর যত্নবান্, তিনি নিষ্পাপ এবং বহুজন্ম-লব্ধ সম্যগ্দর্শন প্রভাবে পরমাগতি লাভ করেন ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—যোগী তপস্বিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; ইহাই আমার অভিমত। অতএব, হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—যিনি সর্ব্বতোভাবে আমাতেই অন্তঃকরণ সমাহিত করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তিনি সকল যোগী হইতে শ্রেষ্ঠ ; ইহাই আমার অভিমত জানিবে ॥ ৪৭ ॥

ইতি অভ্যাস-যোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

মষ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,— হে পার্থ! আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া এবং আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যোগাভ্যাস করিলে যেরূপ নিঃসংশয়ভাবে আমাকে জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

অনুবাদ—আমি তোমাকে জাগতিক জ্ঞানের সহিত মোক্ষ বিষয়ক জ্ঞানের কথাও বলিব, যাহা জানিতে পারিলে তোমার জ্ঞাতব্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সহস্র সহস্র মানবের মধ্যে কোনও ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যত্ন করেন ; আবার প্রযত্নশীল সিদ্ধগণের মধ্যেও কেহ আমায় পরমাত্ম-স্বরূপে প্রকৃতরূপে অবগত হন ॥ ৩ ॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ।। ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদ্ ধার্য্যতে জগৎ ।। ৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।। ৬
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ।। ৭

অনুবাদ—আমার মায়ারূপা প্রকৃতি—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই আটটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ।। ৪ ।।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! এই অষ্টধাবিভক্ত প্রকৃতির নাম অপরা প্রকৃতি, ইহা কিন্তু জড় বলিয়া নিকৃষ্টা। এতদ্ব্যতীত আমার অপর একটি জীবস্বরূপ শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি আছে, যদ্দ্বারা সমুদয় জীব জগৎ বিধৃত রহিয়াছে ।। ৫ ।।

অনুবাদ—ঐ দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানিবে। আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়ের মূল কারণ ।। ৬ ।।

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সূত্রে গ্রথিত মণি-সকলের ন্যায়, এই নিখিল চরাচর বিশ্ব-সংসার আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে ।। ৭ ।।

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মিতপস্বিষু ॥ ৯
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধি বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! আমি জলে রস-স্বরূপ, চন্দ্র ও সূর্য্যে প্রভা-স্বরূপ, সমুদয় বেদে প্রণব (ওঙ্কার)-স্বরূপ, আকাশে শব্দ-স্বরূপ এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে পৌরুষরূপে অবস্থিত রহিয়াছি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অগ্নিতে তেজোরূপে, সর্ব্বভূতে জীবনরূপে এবং তপস্বিগণের তপোরূপে অবস্থান করিতেছি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! তুমি আমাকে সর্ব্বভূতের বীজ (উৎপত্তির কারণ) এবং সনাতন (নিত্য) বলিয়া জানিও। আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি ও তেজস্বিগণের তেজ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! আমি বলশালিগণের কাম-রাগ-বিবর্জ্জিত বল এবং জীবগণের ধর্ম্মের অলীক (ধর্ম্মসঙ্গত) কামও আমি ॥ ১১ ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫

অনুবাদ—প্রাণিগণের সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক যে যে ভাব রহিয়াছে, তৎসমুদয় আমা হইতেই উৎপন্ন জানিবে। কিন্তু আমি সেগুলিতে অবস্থিত নহি কিন্তু সেগুলি আমাতে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—সমুদয় জগৎ এই ত্রিগুণময়-ভাবে মোহিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া, উহারা ঐ সকলের অতীত এবং নির্ব্বিকার আমাকে জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—আমার এই অলৌকিকী গুণময়ী মায়া নিশ্চিতই দুরতিক্রমণীয়। যাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন তাঁহারাই কেবল এই মায়া হইতে উর্ত্তীণ হন ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—পাপ-পরায়ণ, বিবেকহীন নরাধমগণ মায়া কর্ত্তৃক অপহৃতজ্ঞান হইয়া, (দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ প্রভৃতি) আসুরভাব প্রাপ্ত হইয়া কদাচ আমাকে পায় না ॥ ১৫ ॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ সহি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ! আর্ত্ত (রোগাদি-দ্বারা অভিভূত), আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থলাভেচ্ছু এবং জ্ঞানী—এই চারিপ্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমার ভজনা করেন ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—উক্ত চতুর্ব্বিধ জনগণের মধ্যে আমাতে নিষ্ঠাবান্, একমাত্র আমাতেই ভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানিজনের অতি প্রিয় এবং তিনিও আমার অতি প্রিয় ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ইঁহারা সকলেই মহান, কিন্তু জ্ঞানী আমারই আত্মস্বরূপ, ইহাই আমার অভিমত ; কারণ, তিনি সমাহিত চিত্তে আমাকেই উত্তমাগতি বলিয়া আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বহুজন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই বাসুদেব", এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন, সুতরাং সেরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা এই সংসারে সুদুর্লভ ॥ ১৯ ॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩

অনুবাদ—সেই সেই কামনাদ্বারা হতজ্ঞান ব্যক্তিগণ সেই সেই দেবতা আরাধনে সেই সেই নিয়ম স্বীকার করিয়া নিজ প্রকৃতিদ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্য দেবতাসকল ভজনা করেন ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে যে দেবতারূপ মূর্ত্তিকে অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমি তাহাদিগকে সেই সেই মূর্ত্তি বিষয়ক সেইরূপ অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সেই ভক্ত সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই সেই দেবতার আরাধনা করেন, সেই দেবতা হইতে আমা কর্ত্তৃক বিহিত কামনাসকল তিনি প্রাপ্ত হন ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অল্পবুদ্ধিদিগের সেই ফল বিনাশশীল, দেবপূজকগণ দেবতাসমুদয়কে প্রাপ্ত হন, আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ।। ২৪
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ।। ২৫
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ।। ২৬
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ।। ২৭

অনুবাদ—বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ আমার নিত্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম স্বরূপ অবগত না হইবার জন্য মায়াতীত আমাকে সাধারণ ব্যক্তি ভাবাপন্ন বলিয়া মনে করে ।। ২৪ ।।

অনুবাদ—আমি আমার যোগমায়াদ্বারা সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশমান নহি, মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্মরহিত এবং নিত্য স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না ।। ২৫ ।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালের ভূতসকলকে আমি জানি, কিন্তু আমাকে কেহই জানে না ।। ২৬ ।।

অনুবাদ—হে শত্রুতাপন ভারত! জন্মগ্রহণ করিলে ভূত-সমুদয় ইচ্ছা এবং দ্বেষ-সমুত্থিত দ্বন্দ্ব এবং মোহের নিমিত্ত বিমোহিত হয় ।। ২৭ ।।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭

অনুবাদ—হে দেহিশ্রেষ্ঠ! নশ্বর দেহাদি ভূতসমুদয়কে অধিকার করিয়া অবস্থান করে। এ নিমিত্ত তাহা অধিভূত। পুরুষ অধিদৈব, আর এই দেহে আমিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া অধিযজ্ঞ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলে তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! যে যে ভাব স্মরণ করিয়া লোকে দেহত্যাগ করেন, তিনি সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অতএব, তুমি সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর, আমাতে মন এবং বুদ্ধি সমর্পণ করিলে, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭ ॥

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭
অব্যক্তাদ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮

অনুবাদ—মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া দুঃখের আলয় অনিত্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না, যে হেতু তাঁহারা পরমাসিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মালোক হইতেও লোকসকল পুনরাবর্ত্তনশীল হয় (পুনরায় জন্মগ্রহণ করে), কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা (যোগবলে) জ্ঞাত আছেন যে, সহস্র যুগে ব্রহ্মার একটি দিন এবং সহস্র যুগে ব্রহ্মার একটি রাত্র হয়, তাঁহারাই অহোরাত্রের তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বিদিত ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মার দিবস আগত হইলে অব্যক্ত (কারণ) হইতে চরাচর ভূতসকল প্রাদুর্ভূত অর্থাৎ প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার রাত্রি সমাগমে সেই অব্যক্ত কারণে বিলীন হইয়া যায় ॥ ১৮ ॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২

অনুবাদ—হে পার্থ! সেই এই ভূতসকল পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার রাত্রির আগমে বিলীন হইয়া যায় এবং পুনরায় দিবা সমাগমে তাহারাই কর্ম্মাধীন হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সেই চরাচরের কারণ ভূত অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অন্য একটি অব্যক্ত সনাতন ভাব আছে, যাহা সর্ব্বভূত বিনাশেও বিনষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যিনি অব্যক্ত ও অক্ষর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং যাহা লাভ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে পার্থ! সর্ব্বভূত যাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং যিনি সমগ্র বিশ্বকেই ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তিদ্বারাই লাভ করা যায় ॥ ২২ ॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩
অগ্নির্জ্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬

অনুবাদ—হে ভারত কুলশ্রেষ্ঠ! যে কালে গমন করিলে যোগিগণ যথাকালে আবৃত্তি (পুনর্জ্জন্ম) এবং অনাবৃত্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন, সেই কালের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অগ্নি এবং জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্ল, উত্তরায়ণ ছয় মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই সকল দেবতাগণের উপলক্ষিত মার্গে গমন করিয়া ভগবদুপাসকগণ ব্রহ্মাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মযোগিগণ ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন ছয় মাস ইহাদিগের উপলক্ষিত মার্গে গমন করিলে চান্দ্রমস জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া ভোগাবসানে পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাগমন করেন ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—"প্রকাশময় অর্চ্চিরাদি শুক্ল গতি এবং তমোময় ধূমাদি কৃষ্ণ গতি" জগতের এই মার্গ অনাদিরূপে প্রসিদ্ধ

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতে অসূয়াশূন্য, অতএব ; এই অতিশয় গোপনীয়বিজ্ঞানের সহিত ঈশ্বর জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি, যাহা জানিয়া অশুভ (সংসার বন্ধন) হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১ ॥

অনুবাদ—এই জ্ঞান অর্থাৎ ইহা সকলের শ্রেষ্ঠ, অতিশয় গুহ্য, অতিশয় পবিত্র, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, ধর্ম্মানুগত, সহজে অনুষ্ঠেয় এবং অব্যয় ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে পরন্তপ! এই ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধাকারী পুরুষ আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুব্যাপ্ত সংসারপথে পরিভ্রমণ করে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—আমি অব্যয়রূপে এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছি,

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! সেই সকল কর্ম্মে অনাসক্ত উদাসীনবৎ আমি অবস্থিত আছি, সুতরাং আমাকে সেই সকল কর্ম্ম বন্ধ করিতে পারে না ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আমার অধ্যক্ষতাহেতু প্রকৃতি চরাচর বিশ্বকে প্রসব করিয়া থাকে। হে কৌন্তেয়! এ জন্য জগৎ পরিবর্ত্তিত হয় ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—আমি সকল ভূতের ঈশ্বর, আমি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছি বলিয়া মূঢ়গণ আমার পরমতত্ত্ব অবগত না হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—বিফল আশাসম্পন্ন, নিষ্ফলকর্ম্মা, বিফল জ্ঞানযুক্ত বিচেতন ব্যক্তিগণ রাক্ষসী, আসুরী এবং মোহিনী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ১২ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩

স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পবিত্র সুরেন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া দিব্য দেবভোগসকল উপভোগ করেন ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গ-সুখভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে জন্মলাভ করেন। আবার সেই বেদোক্ত কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া ভোগ-কামনা বশতঃ সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যাহারা মদেক-প্রয়োজন এবং মচ্চিন্তা-পরায়ণ হইয়া কেবল আমারই উপাসনা করেন, আমি সর্ব্বদা আমাতে একনিষ্ঠ সেই ভক্তগণের যোগ এবং ক্ষেম, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ বহন করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে অন্য দেবতারও ভজনা করেন, তাঁহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানিযান্তিভূতেজ্যাযান্তিমদ্‌যাজিনোঽপিমাম্ ॥ ২৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭

অনুবাদ—আমিই সমুদয় যজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতা ইহা তত্ত্বতঃ জানে না বলিয়াই তাহারা সংসারে পুনরাগমন করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—দেবব্রতগণ দেবগণকেই প্রাপ্ত হয়, পিতৃব্রতগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় এবং ভূতযজ্ঞকারী বিনায়ক মাতৃগণাদির পূজাকারী ব্যক্তিগণ ভূতগণকেই প্রাপ্ত হয়। আর আমার পূজনকারী ব্যক্তি, আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—যিনি ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল-জলাদি মাত্র আমাকে অর্পণ করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের সেই ভক্তিদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে কুন্তীনন্দন! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু ভজন কর, যাহা কিছু দান কর, যে কোন তপস্যা কর, যে ভাবে করিলে সে সকলই আমাকে অর্পিত হয়, এইরূপ ভাবে কর ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮
সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১

অনুবাদ—এইরূপে আমার ভজনা করিলে, বন্ধনভূত শুভাশুভ কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইবে এবং সন্ন্যাসযোগে যুক্তাত্মা হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আমি সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন, আমার দ্বেষ্য বা প্রীতির পাত্র কেহই নাই ; যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতেই অবস্থান করেন এবং আমিও তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থান করি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তথাপি তিনি সাধু বলিয়া গণ্য হন ; কারণ তাঁহার অধ্যবসায় অতি মনোরম ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অতি পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও আমার উপাসনা করিতে করিতে শীঘ্র ধর্ম্মশীল হয় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কুন্তীনন্দন! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে, আমার কোন ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না ॥ ৩১ ॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপয়োনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।
কিং পুনর্ব্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

অনুবাদ—হে পার্থ! যাহারা নিকৃষ্ট কুলজাত অন্ত্যজ, স্ত্রীলোক, এবং কেবল কৃষি ও পশুপালনাদি কর্ম্ম-নিরত বৈশ্য এবং বেদাদি অধ্যয়নাদি-রহিত শূদ্রও আমার আশ্রয় গ্রহণ ও সেবা করিলে তাহারা নিশ্চয়ই পরমাগতি প্রাপ্ত হয় ॥৩২ ॥

অনুবাদ—সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ যে পরমগতি লাভ করিবেন, ইহাও কি আর বলিতে হইবে? অতএব, তুমি এই অনিত্য এবং সুখলেশবিহীন মর্ত্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকেই ভজনা কর ॥৩৩ ॥

অনুবাদ—তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার সেবক ও আমারই পূজনশীল হও, আমাকেই নমস্কার কর। এইরূপে মৎপরায়ণ এবং আমাতে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে সমাহিত করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥৩৪ ॥

ইতি রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ।। ৮
মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ।। ৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ।। ১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ।। ১১

অনুবাদ—আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তিহেতু এবং আমা হইতেই সমুদয় প্রবৃত্ত আছে ; ইহা বুঝিয়া বিবেকিগণ ভাব সহকারে আমার আরাধনা করেন ।। ৮ ।।

অনুবাদ—যাঁহাদিগের চিত্ত এবং প্রাণ আমাতেই সমর্পিত তাদৃশ জনগণ পরস্পর পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝাইয়া দিয়া এবং সর্ব্বদা আমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া পরিতোষ এবং পরম শান্তি লাভ করেন ।। ৯ ।।

অনুবাদ—যাঁহারা সর্ব্বদা আমাতে আসক্তচিত্ত ও প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনাকারী, আমি তাঁহাদিগকে এরূপ বুদ্ধিরূপ যোগ প্রদান করি যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন ।। ১০ ।।

অনুবাদ—তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ আমি তাঁহাদেরই আত্মভাবস্থ হইয়া দীপ্যমান জ্ঞানদীপদ্বারা তাঁহাদিগের অজ্ঞান স্বরূপ অন্ধকার বিনষ্ট করি ।। ১১ ।।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশে যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩

অনুবাদ—হে গুড়াকেশ (জিতেন্দ্রিয়)! আমি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে পরমাত্মারূপে অবস্থিত। আমি ভূতগণের আদি, মধ্য এবং অন্ত ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু ; জ্যোতিঃ সকলের মধ্যে আমি রশ্মিযুক্ত সূর্য্য, মরুদ্‌গণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ মন, ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—(একাদশ) রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ রাক্ষসদিগের মধ্যে আমি কুবের, (অষ্ট) বসুর মধ্যে আমি অগ্নি, পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু ॥ ২৩ ॥

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রানাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭

অনুবাদ—হে পার্থ! পুরোহিতগণের মধ্যে আমাকে প্রধান বৃহস্পতি জানিও। সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয় এবং স্থির জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যের মধ্যে আমি একাক্ষর অর্থাৎ ওঁকার, যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয় ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বৃক্ষসকলের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি কপিলমুনি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অমৃতের নিমিত্ত ক্ষীরোদসাগর-মথনোদ্ভূত অশ্বগণের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা ও গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমি ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে আমাকে নরাধিপ (অভ্রান্ত আজ্ঞাদাতা রাজা) জানিবে ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ।। ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ।। ২৯
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ।। ৩০
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ।। ৩১

অনুবাদ—আয়ুধসমূহের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু, সন্তানোৎপত্তির কারণ আমি কন্দর্প (কাম), বিষধরগণের মধ্যে আমি বাসুকি ।। ২৮ ।।

অনুবাদ—আমি নাগগণের (নির্ব্বিষ সর্প) মধ্যে অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, নিয়ন্তৃগণের মধ্যে আমি যম ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারকগণের মধ্যে আমি কাল, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড় ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—পবিত্রতা সম্পাদক অথবা বেগগামিগণের মধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে রাম, মৎস্যজাতির মধ্যে আমি মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি ভাগীরথী ।। ৩১ ।।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাকশ্চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধাঃ ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! আমি সৃষ্ট বস্তুসমূহের অর্থাৎ আকাশাদির আদি, মধ্য এবং অন্ত, বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা, বাদিগণের মধ্যে আমি বাদ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অক্ষর অর্থাৎ বর্ণসমূহের মধ্যে আমি অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব সমাস, আমি অক্ষয় কাল, আমি কর্ম্মফলপ্রদাতৃগণের মধ্যে বিশ্বতোমুখ ধাতা ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, ভাবীকল্পের প্রাণিগণের আমি উদ্ভব এবং নারীগণের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—সামসমূহের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী, মাসসমূহের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ এবং ঋতু গণের মধ্যে আমি কুসুমাকর (বসন্ত) ॥ ৩৫ ॥

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯

অনুবাদ—বঞ্চনাকারিগণের মধ্যে আমি দ্যূত, তেজস্বিগণের তেজ, বিজয়ীগণের জয়, ব্যবসায়িগণের ব্যবসায় (উদ্যম), সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে আমি বাসুদেব (কৃষ্ণ), পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে আমি বেদব্যাস এবং কবি অর্থাৎ জ্ঞানিগণের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—দমনকারিগণের মধ্যে আমি নীতি, গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয়-বিষয়সকলের মধ্যে আমি মৌন ভাব, জ্ঞানবান্গণের আমি তত্ত্বজ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! যাহা কিছু সর্ব্বভূতের বীজ (উৎপত্তির কারণ) তাহাও আমি, যেহেতু মদ্ব্যতীত থাকিতে পারে, এমন এই চরাচরের মধ্যে কিছুই নাই ॥ ৩৯ ॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।। ৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ।। ৯
অনেকবক্ত্র নয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ।। ১০

অনুবাদ—হে অর্জুন! কিন্তু তোমার এই স্বীয় চর্ম্মচক্ষুদ্বারা আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব, আমি তোমাকে দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক জ্ঞানময়-চক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর ।। ৮ ।।

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন,—হে রাজন্। মহাযোগেশ্বর হরি, এই কথা বলিয়া অর্জ্জুনকে স্বকীয় পরম ঐশ্বরিকরূপ দর্শন করাইলেন ।। ৯ ।।

অনুবাদ—অনেক মুখ এবং অসংখ্য নেত্রবিশিষ্ট, নানাবিধ অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তুবিশিষ্ট, নানাবিধ দিব্য আভরণ-সুশোভিত, অসংখ্য উদ্যত অস্ত্রবিশিষ্ট ।। ১০ ।।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ।। ১১
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ।। ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ।। ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ।। ১৪

অনুবাদ—ঐরূপ দিব্য মাল্য এবং দিব্য বস্ত্রদ্বারা শোভিত গন্ধদ্রব্য ও অনুলেপন-চর্চ্চিত, সর্ব্ববিধ আশ্চর্য্যময়, প্রকাশাত্মক, অনন্ত এবং সর্ব্বত্র মুখবিশিষ্ট ।। ১১ ।।

অনুবাদ—যদি কখনও আকাশে সহস্র সহস্র সূর্য্যের প্রভা এককালে সমুত্থিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রভার সহিত ঐ মহান্ বিশ্বরূপের প্রভাবের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য হইতে পারে ।। ১২ ।।

অনুবাদ—তখন অর্জ্জুন সেই দেবদেবের শরীরে নানাভাবে বিশেষরূপে বিভক্ত সমগ্র জগৎ একত্র অবস্থিত দর্শন করিলেন ।। ১৩ ।।

অনুবাদ—অনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়ান্বিত ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া, সেই ভগবান্‌কে অবনত মস্তকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন ।। ১৪ ।।

ভক্তি-যোগঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন,—সর্ব্বদা তোমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া যে সকল ভক্ত, তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা তোমাকে অব্যক্ত অক্ষর ভাবিয়া উপাসনা করেন—তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারা অধিক যোগতত্ত্ববিৎ? ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যাঁহারা আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া, সর্ব্বদা শ্রদ্ধা-সহকারে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম॥ ২ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা সমবুদ্ধিসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য কূটস্থ, অচল, ধ্রুব-পরব্রহ্মস্বরূপ

কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩
স এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪

অনুবাদ—কার্য্য (শরীর) এবং কারণ (ইন্দ্রিয়গণ), ইহাদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু, আর শরীরাদি কৃত সুখ-দুঃখের ভোগ সম্বন্ধে পুরুষ হেতু বলিয়া অভিহিত হন ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত, সেই হেতু প্রকৃতিজাত গুণসমূহ উপভোগ করেন ; কিন্তু পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়সমুয়ের সঙ্গই তাহাদিগের সৎ এবং অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—পুরুষ দেহে অবস্থিত থাকিয়াও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ; কারণ তিনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষীস্বরূপ, অনুগ্রাহক, ভর্ত্তা, ভরণকর্ত্তা, পালক, মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়া উক্ত ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যিনি এইরূপে পুরুষকে এবং গুণসকলের সহিত প্রকৃতিকে অবগত আছেন, তিনি যে কোন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলেও পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

অনুবাদ—হে কুন্তীনন্দন! মনুষ্যাদি যোনি সকলে যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, মহদ্‌ব্রহ্ম তৎসমুদয়ের (যোনি) মাতৃস্থানীয়া এবং আমি বীজপ্রদানকারী (গর্ভাধানকর্ত্তা) পিতা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো! প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ অভিব্যক্ত হইয়া দেহে অবস্থিত নির্বিকার দেহীকে সুখ-দুঃখ মোহাদি দ্বারা সংযুক্ত করিয়া রাখে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! ঐ গুণত্রয় মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল বলিয়া প্রকাশ এবং অনাময় (শান্ত) ; উহা দেহীকে সুখাসক্তি এবং জ্ঞানাসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে, অর্থাৎ তাহাতে সুখী ও জ্ঞানযুক্ত করে ॥ ৬ ॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭
ঊর্দ্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

অনুবাদ—রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে জীব কর্ম্মাসক্ত মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণের পরিবর্দ্ধন সময়ে প্রাণত্যাগ করিলে, জীব পশ্বাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—মহর্ষিগণ বলেন,—সুকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল ও সত্ত্বপ্রধান সুখ, রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞানজাত দুঃখ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সত্ত্বপ্রধান জনগণ ঊর্দ্ধ্বলোকে গমন করেন, রজঃপ্রধান মানবগণ মধ্যলোকে অবস্থান করেন এবং জঘন্য গুণবৃত্তিতে অবস্থিত তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তিসমুদয় অধোগামী হয় ॥ ১৮ ॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ।। ২৫
মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।। ২৬
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ।। ২৭

অনুবাদ—যিনি মানে ও অপমানে তুল্য ভাব, মিত্র ও শত্রু পক্ষে সমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সর্ব্ববিধ উদ্যমত্যাগী, তিনি গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন ।। ২৫ ।।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি আমাকে একান্ত ভক্তিযোগ-সহকারে সেবা করেন, তিনি এই সকল গুণ সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন ।। ২৬ ।।

অনুবাদ—যে হেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এবং আমি নিত্য অমৃত-স্বরূপ, আর শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ বলিয়া সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আস্পদ ।। ২৭ ।।

ইতি গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পুরুষোত্তম-যোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চমূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ঊর্দ্ধে যাহার মূল এবং অধঃ যাহার শাখা এইরূপ দেহকে অশ্বত্থ বলা হয়। ছন্দসমন্বিত বেদসকল উহার পত্রস্বরূপ, এই প্রকার অশ্বত্থকে যিনি অবগত আছেন, তিনিই বেদজ্ঞ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—ঐ অশ্বত্থের শাখাগুলি সত্ত্বাদি গুণদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিষয়রূপ তরুণ পল্লববিশিষ্ট এবং অধঃ ও ঊর্দ্ধে বিস্তৃত আর মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধি অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপ কর্ম্মের অনুগত মূলসকল অধঃ ও ঊর্দ্ধে বিস্তৃত রহিয়াছে ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সংসারস্থ প্রাণিগণ এই সংসাররূপ বৃক্ষের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না ; উহার আদি, অন্ত এবং অবস্থিতিও নির্ণয় করিতে পারে না। এই দৃঢ়বদ্ধমূল সংসাররূপ অশ্বত্থকে

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪
নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

দৃঢ় অনাসক্তিরূপ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া যে পদ পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না, যাহা হইতে এই সনাতনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তারলাভ করিয়াছে, সেই আদি পুরুষেরই শরণ লইলাম। এইভাবে সংসারের মূলীভূত সেই বস্তুর অন্বেষণ করিতে হইবে ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা অহঙ্কার ও মোহশূন্য, পুত্র-কলত্রাদিতে অনাসক্ত আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান, কামানাশূন্য এবং সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত, এইরূপ অবিদ্যাবিহীন সাধুগণ সেই অব্যয়-পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি যাহা প্রকাশিত করিতে পারেন না; যোগিগণ যে পদ প্রাপ্ত হইলে, পুনর্ব্বার আর সংসারে প্রতিনিবৃত্ত হন না ; তাহাই হইল আমার পরম ধাম ॥ ৬ ॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠীনীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ।। ৭
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ।। ৮
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ।। ৯
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ।। ১০

অনুবাদ—এই সনাতন জীব আমারই অংশ ; এই জীব প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জীবলোকে সংসার উপভোগের জন্য আকর্ষণ করিয়া থাকে ।। ৭ ।।

অনুবাদ—ঈশ্বর (দেহাদির স্বামী জীব), যখন অন্য দেহ অবলম্বন করেন এবং যখন সে দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্য দেহে গমন করেন তখন বায়ু যেমন পুষ্পাদির সূক্ষ্ম গন্ধাংশ গ্রহণ করিয়া গমন করে, সেইরূপ তিনিও পূর্ব্ব শরীর হইতে এই ইন্দ্রিয়গণকে দেহান্তরে লইয়া যান ।। ৮ ।।

অনুবাদ—এই জীবাত্মা চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা—এই পাঁচটি বাহ্যেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ—এই সমুদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া থাকেন ।। ৯ ।।

অনুবাদ—জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট যাঁহারা, তাঁহারা দেখিতে পান যে জীব দেহত্যাগ করিতেছে, দেহে অবস্থান করিতেছে, ভোগ করিতেছে বা সত্ত্ব-আদি গুণে সংশ্লিষ্ট হইতেছে। কিন্তু বিমূঢ়গণ

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭

অনুবাদ—আমি সকল প্রাণীরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি ; অতএব, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং তদুভয়ের বিলোপও সাধিত হইয়া থাকে, আমিই বেদসমূহে জানিবার বিষয় এবং বেদান্তকর্ত্তা অর্থাৎ জ্ঞানদাতা গুরু ও বেদার্থ পরিজ্ঞাতা ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ক্ষর ও অক্ষর নামে দ্বিবিধ পুরুষ ইহলোকে প্রসিদ্ধ আছেন ; তাঁহাদিগের মধ্যে সমুদয় ভূতগণ ক্ষর এবং যিনি কূটস্থ সেই পুরুষই অক্ষর নামে অভিহিত ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ক্ষর ও অক্ষর এই উভয়বিধ পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র যে উত্তম পুরুষ, তিনি পরমাত্মা বলিয়া খ্যাত ; তিনি অব্যয় ঈশ্বর এবং নির্ব্বিকার হইয়াও লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত পালন করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ
প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াহনঘ।
এতদ্‌বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০

অনুবাদ—যে হেতু আমি ক্ষর অর্থাৎ জড়বর্গের অতীত এবং অক্ষর অর্থাৎ চেতনবর্গ অপেক্ষাও উত্তম ; এইজন্যই আমি লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে ভারত! যিনি এইরূপে মোহ-পরিশূন্যচিত্ত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বতোভাবে আমারই ভজনা করেন ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে অনঘ ভারত! আমি অতি সংক্ষেপে পরম গুহ্য এই সম্পূর্ণ শাস্ত্র তোমায় বলিলাম, ইহা বুঝিতে পারিলে লোকে বুদ্ধিমান্ এবং কৃতকৃত্য হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

ইতি পুরুষোত্তম-যোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগ-যোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ভারত! নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে একান্তনিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, (ব্রহ্ম যজ্ঞাদি) তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা বর্জ্জন, সর্ব্বভূতে দয়া, নির্লোভতা, মৃদুতা, অকার্য্য প্রবৃত্তিতে লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, জিঘাংসা-রাহিত্য এবং অনভিমানিতা—এই ষড়বিংশটি (ছাব্বিশটি) বৃত্তি বা গুণ, দৈবী-সম্পদ্-অভিমুখে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিগণের হইয়া থাকে ॥১-৩॥

অনুবাদ—হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞানতা—এইগুলি আসুরী-সম্পদ্-অভিমুখে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ।। ২১
এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ।। ২২
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ।। ২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণস্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ।। ২৪

অনুবাদ—কাম, ক্রোধ এবং লোভ—নরকের এই তিনটি দ্বার আত্মবিনাশের মূল, এজন্য এই তিনটিকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করিবে ।। ২১ ।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বারস্বরূপ কামাদি তিনটি হইতে বিমুক্ত মানব আপনার শ্রেয়ঃ সাধন করিতে পারে এবং পরে পরমাগতি লাভ করিয়া থাকেন ।। ২২ ।।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক কামাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধ, সুখ ও পরম গতি (মোক্ষ) লাভ করিতে পারে না ।। ২৩ ।।

অনুবাদ—অতএব, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ; তুমি শাস্ত্রবিধি জ্ঞাত হইয়া, স্বীয় অধিকারানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও ।। ২৪ ।।

ইতি দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগ-যোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮
কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১

অনুবাদ—আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর, সত্ত্ববৃদ্ধিকর, বলবৃদ্ধিকর, আরোগ্যজনক, সুখকর, প্রীতিবর্দ্ধক, সরস, স্নিগ্ধ, সাররূপে স্থায়ী ও মনোহর আহার সকল সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অতি কুট, অতি অম্ল, অতিলবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী, দুঃখদায়ক, চিত্তের অবসন্নতা সম্পাদক ও পরে রোগজনক আহারসকল রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—এক প্রহরেরও অধিক কালের প্রস্তুত এরূপ অর্থাৎ শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্ত, নীরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং অভক্ষ্য যে ভোজন সামগ্রী, তাহা তামসগণের প্রিয় ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন জনগণ অবশ্যকর্ত্তব্যবোধে চিত্তসমাধান করিয়া একাগ্রচিত্তে বিধিবিহিত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ ॥ ১১ ॥

অভিসন্ধ্যায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩
দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬

অনুবাদ—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! ফলাভিসন্ধানপূর্ব্বক দম্ভ-সহকারে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজসিক যজ্ঞ বলিয়া জানিও ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শাস্ত্রোক্ত বিধিহীন, অন্নদানহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণারহিত এবং শ্রদ্ধাপরিশূন্য যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলা হয় ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পূজা, শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এইগুলিকে শারীর তপস্যা বলা হয় ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদাভ্যাস—এইগুলিকে বাঙ্ময় তপস্যা বলা হয় ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—চিত্তের সুস্থতা, সৌম্যত্ব, অক্রূরতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ, ভাব-সংশুদ্ধি—এইগুলিকে মানস তপস্যা বলা হয় ॥ ১৬ ॥

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২
ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪

অনুবাদ—পরন্তু প্রত্যুপকারের আশায় অথবা স্বর্গাদি ফলের আকাঙ্ক্ষায় চিত্তক্লেশ সহকারে যে দান করা যায়, তাহা রাজসিক দান নামে কথিত ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অশুচি স্থানে, অকালে ও অপাত্রে, সৎকারশূণ্য ও অবজ্ঞাসহকারে যে দান প্রদত্ত হয় তাহা তামস দান বলিয়া জানিবে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শিষ্ট ব্যক্তিগণ 'ওঁ' 'তৎ' এবং 'সৎ'—এই তিনটি ব্রহ্মেরই নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ ত্রিবিধ নাম নির্দ্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সকল সৃষ্টির আদিতে বিহিত হইয়াছে। অতএব, 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কার্য্যসকল প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৩-২৪ ॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

অনুবাদ—যে ব্যক্তি দুঃখ বোধ করিয়া কায়ক্লেশভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করে, সেই পুরুষ রাজস ত্যাগ করে বলিয়া ত্যাগফল কদাচ প্রাপ্ত হয় না ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই জ্ঞানেই যে নিত্য কর্ম্ম করা হয়, সেই ত্যাগকেই সাত্ত্বিক বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সত্ত্বগুণসম্পন্ন, মেধাবী, অবিদ্যাজনিত সংশয়-রহিত ত্যাগী ব্যক্তি দুঃখকর কর্ম্মকে কদাপি দ্বেষ করেন না এবং সুখদায়ক কর্ম্মেও প্রীতি অনুভব করেন না ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—দেহধারী ব্যক্তি নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু যিনি কর্ম্মফলমাত্র ত্যাগী, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন ॥ ১১ ॥

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসঙ্খ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯

অনুবাদ—এইরূপ কারণ পাঁচটি হইলেও, যে ব্যক্তি কেবল নিরুপাধিক ও অসঙ্গ আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, সেই ভ্রান্তবুদ্ধি সম্যক্‌দর্শী নহে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যাঁহার মনে "আমি কর্ত্তা" এরূপ অহঙ্কার নাই এবং বুদ্ধি কর্ম্মসমূহে লিপ্ত হয় না, তিনি এই সকল লোককে হনন করিয়াও হনন করেন না এবং কর্ম্মফলে বদ্ধও হন না ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা—এই তিনটি কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু ; আর কারণ (ইন্দ্রিয়), কর্ম্ম ও কর্ত্তা—এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয় হয় ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে ; ঐগুলিও যথাবৎ শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ।। ৩৬
যৎ তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ।। ৩৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎ তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ।। ৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ।। ৩৯

অনুবাদ—হে ভারতশ্রেষ্ঠ! যে সুখে অভ্যাসবশতঃ ক্রমে ক্রমে পরমানন্দ লাভ হয়, দুঃখের অবসানপ্রাপ্তি হয়, এক্ষণে সে ত্রিবিধ সুখও আমার নিকট শ্রবণ কর ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—যে সুখ প্রথমে বিষতুল্য কিন্তু পরিণামে অমৃতসদৃশ এবং যাহাতে আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ যে সুখ, প্রথমে লাভকালে অমৃততুল্য কিন্তু পরিণামে বিষবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই সুখকে রাজস বলিয়া জানিবে ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—আর যে সুখ প্রথমে ও পরিণামে চিত্তের মোহজনক এবং যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন, সেই সুখ তামস নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।। ৩৯ ।।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্ম্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ।। ৪০
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ।। ৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ।। ৪২
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দ্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ।। ৪৩

অনুবাদ—পৃথিবীতে বা স্বর্গে অথবা দেবগণের মধ্যে এমন কোন প্রাণী নাই, যে প্রকৃতি-সম্ভূত এই সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে মুক্ত ।। ৪০

অনুবাদ—হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের কর্ম্মসকল স্বভাবোৎপন্ন এই ত্রিবিধ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) গুণ দ্বারা পৃথক্‌রূপে বিভক্ত হইয়াছে ।। ৪১ ।।

অনুবাদ—সম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য, এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম ।। ৪২ ।।

অনুবাদ—শৌর্য্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান ও ঈশ্বর ভাব, এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাব-জাত কর্ম্ম ।। ৪৩ ।।

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭

অনুবাদ—কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য, এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম ; আর পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্মই শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাসম্পন্ন মনুষ্য সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ; স্বকর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—যাঁহা হইতে ভূতগণের উৎপত্তি অথবা কার্য্যচেষ্টা হয় এবং যিনি এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, মানবগণ নিজ কর্ম্মদ্বারা তাঁহারাই অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—স্বধর্ম্ম অঙ্গহীন হইলেও সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম করিলে মনুষ্যগণ পাপভাগী হয় না ॥ ৪৭ ॥

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ।। ৪৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ।। ৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ।। ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ।। ৫১

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না, যেহেতু সকল কর্ম্মই সহজাত ধূমে ব্যাপ্ত অগ্নির ন্যায় দোষে আবৃত ।। ৪৮ ।।

অনুবাদ—সর্ব্ব বিষয়ে অনাসক্তবুদ্ধি, সংযতচিত্ত ভোগ ও স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাস-দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ।। ৪৯ ।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন এবং যাহা জ্ঞানের চরম তাহাও আমি বলিতেছি শ্রবণ কর ।। ৫০ ।।

অনুবাদ—বিশুদ্ধ অর্থাৎ সাত্ত্বিকী বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৈর্য্যদ্বারা আত্মসংযম করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক এবং রাগ ও দ্বেষ দূরে পরিহার করিয়া, নির্জ্জনে অবস্থিত, মিতভোজী, সংযতবাক্, সংযত শরীর এবং সংযত চিত্ত, সর্ব্বদা

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ।। ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।। ৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ।। ৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ।। ৫৫

ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, মমতারহিত ও শান্ত ব্যক্তি ব্রহ্মে নিশ্চলভাবে অবস্থানের যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন ।। ৫১-৫৩ ।।

অনুবাদ—ব্রহ্মে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক করেন না এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না, সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া মদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ উত্তম ভক্তি লাভ করেন ।। ৫৪ ।।

অনুবাদ—আমি স্বীয় বিভূতিদ্বারা যেরূপ এবং স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ যাহা, পরা-ভক্তিদ্বারা আমাকে এইরূপ অনুভব করেন। এইরূপে আমার মাহাত্ম্য অনুভূত হইলে, পরিণামে তিনি আমার সহিত মিলিত হন ।। ৫৫ ।।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিংস্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! তুমি অজ্ঞানতাবশে যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত স্বীয় কর্ম্মে আবদ্ধ থাকিয়া অবশ হইয়া তাহা করিতে বাধ্য হইবে ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া স্বীয় মায়াদ্বারা শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় ভূতগণকে পরিভ্রমণ করাইতেছেন ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—হে ভারত! সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহারই শরণ লও, তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—এইরূপে গুহ্য অপেক্ষাও গুহ্যতর এই পরম জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম। বিশেষরূপে ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া, পশ্চাৎ যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা কর ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ।। ৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ।। ৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ।। ৬৬
ইদং তে নাঽতপস্কায় নাঽভক্তায় কদাচন।
ন চাঽশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ।। ৬৭

অনুবাদ—সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব, তোমার হিত বলিব ।। ৬৪ ।।

অনুবাদ—তুমি মদ্‌গতচিত্ত, মদ্ভক্ত এবং মদুপাসক হও, আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমার প্রিয়, তোমার নিকট আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি তুমি আমাকেই পাইবে ।। ৬৫ ।।

অনুবাদ—সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না ।। ৬৬ ।।

অনুবাদ —তুমি এই গীতার্থ-তত্ত্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানবিহীন, গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিহীন, শুশ্রূষাহীন অথবা শ্রবণে অনিচ্ছুককে বলিবে না, আবার আমার অসূয়াকারীকে কদাচ বলিবে না ।। ৬৭ ।।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ
পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১

অনুবাদ—যিনি এই পরম গুহ্য গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, তিনি আমাতে পরম ভক্তি লাভ করিয়া নিঃসন্দেহে আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—মনুষ্যলোকের মধ্যে গীতাশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়কারী কেহ নাই, আর কখনও পৃথিবীতে তদপেক্ষা আমার অধিকতর প্রিয় আর কেহ হইবেও না ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—তিনি আমাদিগের এই ধর্ম্মসঙ্গত গীতাশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞ-দ্বারা আমাকেই পূজা করিবেন—ইহাই আমার অভিমত ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ এবং অসূয়াশূন্য হইয়া এই গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করেন, তিনিও সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পুণ্যাত্মাদিগের ভোগ্য শুভলোক লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

ব্যাসপ্রসাদাৎ চ শ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্ব্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥ ৭৮

অনুবাদ—ব্যাসের প্রসাদে আমি স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই পরম গোপনীয় যোগ সাক্ষাৎ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ বারংবার স্মরণ করিয়া আমি মুহুর্ম্মুহুঃ পরমানন্দ লাভ করিতেছি ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজ্ন, শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ আমি যতই স্মরণ করিতেছি, ততই আমার লোমহর্ষণ হইতেছে এবং ততই আমি বিস্ময়ে এবং আনন্দে অভিভূত হইতেছি ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—যে পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন অবস্থিত আছেন, সে পক্ষে রাজলক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয় এবং অচঞ্চলা নীতি আছে—ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস ॥ ৭৮ ॥

ইতি মোক্ষ-যোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমা গুরুঃ ॥ ৪৫
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪৭
গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলি-র্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯

অনুবাদ—আমি গীতার আশ্রয়েই অবস্থিত আছি, গীতাই আমার উৎকৃষ্ট গৃহ, আমি গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই ত্রিলোক পালন করিয়া থাকি ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—গীতাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্টা বিদ্যা এবং ব্রহ্মরূপা ইহাতে সন্দেহ নাই। গীতাই অর্দ্ধমাত্রা অক্ষরা নিত্যা এবং অনির্ব্বচনীয়-পদসমন্বিতা বিদ্যারূপা ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডব! গীতার গোপনীয় নামসকল বলিব, শ্রবণ কর, যাহার কীর্ত্তনে তৎক্ষণাৎ পাপসমূহ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, ত্রিসন্ধ্যা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী—

অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫৪

যিনি এই নামসকল প্রত্যহ জপ করেন, তিনি ইহলোকে জ্ঞান ও সিদ্ধি লাভ করেন এবং অন্তে পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৪৯-৫১ ॥

অনুবাদ—গীতা সম্পূর্ণরূপে পাঠে অসমর্থ হইলে, অর্দ্ধাংশমাত্র পাঠ করিবে, তাহাতে গোদানতুল্য পুণ্যলাভ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়াংশ পাঠকারী সোমযাগের এবং ষষ্ঠভাগ পাঠকারী গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—প্রত্যহ সর্ব্বদা দুই অধ্যায় পাঠ করিলে, ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয় এবং তথায় নিশ্চয়ই এক কল্পকাল বাস হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

অথ গীতাধ্যায় পাঠফলম্

ব্রহ্মোবাচ।

পঠিতে প্রথমোঽধ্যায়ে পূতাত্মা জায়তে নরঃ।
দ্বিতীয়ে বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যং তৃতীয়েঽঘবিনাশনম্ ।।
চতুর্থে ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাপং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।
তথৈব স্ত্রীবধাদিভ্যঃ পঞ্চমে স্তেয়কর্ম্মণঃ ।।
ষষ্ঠে দৌর্ভাগ্যনাশঃ স্যাৎ সপ্তমে নির্ম্মলা মতিঃ।
অভক্ষ্যভক্ষয়েৎ পাপাদষ্টমে পাপনিষ্কৃতিঃ ।।
নবমে পৃথিবীদান-সমানং পুণ্যমশ্নুতে।
দশমে জ্ঞানলাভঃ স্যাৎ সর্ব্বপাপবিমোচনাৎ ।।
একাদশে পরব্রহ্ম-জ্ঞান লব্ধা প্রমুচ্যতে।
দ্বাদশে ভগবদ্ভক্তি বিশুদ্ধা জায়তে ধ্রুবা ।।
ত্রয়োদশে জ্ঞাননেত্র-বিকাশাৎ পৌরুষং ভবেৎ।
অশ্বমেধাদিকং পুণ্যমাপ্নোতি হি চতুর্দ্দশে ।।
জ্ঞানং নির্ম্মলমাসাদ্য যোগী পঞ্চদশে ভবেৎ।
সংসার-বন্ধনান্মুক্তিং লভতে ষোড়শে তথা ।।
বাজপেয়ফলং ভক্তো লভেৎ সপ্তদশে ধ্রুবম্।
তথা ভাগবতীং প্রীতিং মুক্তাবৃত্তিষ্ঠতে নরঃ ।।
ভক্ত্যা চাষ্টাদশোঽধ্যায়ে পঠিতে ভাগ্যবান্ নরঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-বৃজিনো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ।।
সমস্তপঠনাৎ সূত ফলং বক্তুং ন শক্যতে।
ভুক্তাভিলষিতান্ কামান্ ব্রহ্মসাযুজ্যমৃচ্ছতিঃ ।।
বিশেষতো ভবেদ্ বৎস প্রত্যেকাধ্যায়পাঠতঃ।
ইহামূত্র পরং সৌখ্যং ভক্তঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।।

ইতি গীতাধ্যায় পাঠফলম্ সম্পূর্ণম্।